নিরাপদ স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যকর শহর অভিমুখে বাংলাদেশ

স্বাস্থ্য ও উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে এসএনভি'র নগর স্যানিটেশন এবং হাইজিন (ইউএসএইচএইচডি) পদ্ধতি

আমাদের সম্পর্কে

এসএনভি

এসএনভি নেদারল্যান্ডস ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন একটি অলাভজনক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা যা দরিদ্র মানুষদের আয় বৃদ্ধি ও মৌলিক সেবা পেতে সাহায্য করার মাধ্যমে তাদের জীবনে দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন এনে দেয়। আমরা টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রার ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত। একটি ন্যায়সংগত সমাজ বিনির্মাণে আমরা বদ্ধ পরিকর, যেখানে সমস্ত মানুষ তাদের নিজস্ব টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার অধিকার পাবে।

কৃষি, রুপান্তরিত শক্তি, এবং ওয়াশ খাতে কাজের মাধ্যমে আমরা স্থানীয়ভাবে প্রদত্ত সেবাসমূহকে বাস্তব রূপ দিতে সহায়তা করি যা প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করে, বাজারের সূচনা করে, এবং মানুষকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তির পথে কাজ করতে সক্ষম করে, যার পরিধি আমাদের প্রকল্পকেও ছাড়িয়ে যায়।

বিশ্বের ২৫টি দেশে এসএনভি-র দীর্ঘমেয়াদি উপস্থিতি রয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী ১৩০০ এরও বেশি উন্নয়ন কর্মী কাজ করছে। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্যঃ **www.snv.org**

বাংলাদেশে এসএনভি

বাংলাদেশে এসএনভি'র উপস্থিতি সর্বপ্রথম পরিলক্ষিত হয় ২০০৬ সালে, একটি নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পের মাধ্যমে। ২০১৩ সালে, এসএনভি'র কর্মপরিধিতে ওয়াশ এবং কৃষি অন্তর্ভুক্ত করা হয় যা ঢাকা, খুলনা এবং রাজশাহী বিভাগে কাজ করে। বাংলাদেশে, এসএনভি'র ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে শহরকেন্দ্রিক স্যানিটেশন, ভোক্তা সচেতনতা ও নিরাপদ উদ্যানপণ্য সনদ প্রদান, ব্যাপক ব্যাবসায়িক মডেল ও যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পোশাক শিল্পে অধিকার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে কৃষকদের সাহায্য প্রদান। লিঙ্গ সমতা, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং যুব কর্মসংস্থান আমাদের সমস্ত প্রকল্পে অগ্রাধিকারের বিষয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে
4th EMPTIERS CONVENTION
BANGLADESH • 2020
FSM
NETWORK

ভূমিকা

বিভিন্ন দেশের সরকার তাদের অধিকার সীমার মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন উপাদানের মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রগতিশীল উপলব্ধি প্রতিষ্ঠার জন্য দায়বদ্ধ। ২০১৫ সালে, বিশ্বের নেতারা জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (এসডিজি) অর্জনের অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। এই প্রতিশ্রুতির একটি অংশ হিসেবে, প্রতিটি দেশের সরকার সর্বজনীন নিরাপদ স্যানিটেশন সেবাগুলো সকলের কাছে পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে কাজ করবে। এই সেবাসমূহের মধ্যে স্যানিটেশন সেবাগুলোর প্রাপ্যতা ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ থেকে শুরু করে, মানব বর্জ্য সংরক্ষণ, অপসারণ, পরিবহণ এবং নিরাপদ নিষ্পত্তি বা পুনঃব্যবহারের সময় একটি নিরাপদ কার্যক্রম পরিচালনা পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্যানিটেশন ভ্যালু চেইন বজায় রাখা হয়।

অনেক শহরের ন্যায় বাংলাদেশও এই প্রতিশ্রুতি রক্ষায় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। সীমিত জায়গা ও ক্রমবর্ধমান নগর জনসংখ্যার কারণে দেশটির অধিকাংশ মানব বর্জ্য সেপটিক ট্যাংক ও শৌচাগার গর্তে সংরক্ষণ করা হয়। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার আওতাধীন এ ধরনের অনেক সেবার ক্ষেত্রে নিয়মকানুন না মেনে মানুষের ঘর ও বসতবাড়ির কাছে, এমনকি খোলা জায়গায়, অনিরাপদ উপায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

কিন্তু, বাংলাদেশের প্রতিটি বাড়ির সাথে স্যুয়েরেজ লাইন বা ড্রেনের সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব নয়। এটি একমাত্র বিকল্পও নয়। বছরের পর বছর ধরে অনেক ধরণের নন-স্যুয়েরেজ অন-সাইট ও অফ-সাইট স্যানিটেশন (পয়ঃবর্জ্যের জন্য ড্রেনের লাইন তৈরি না করে, পায়খানার সাথেই

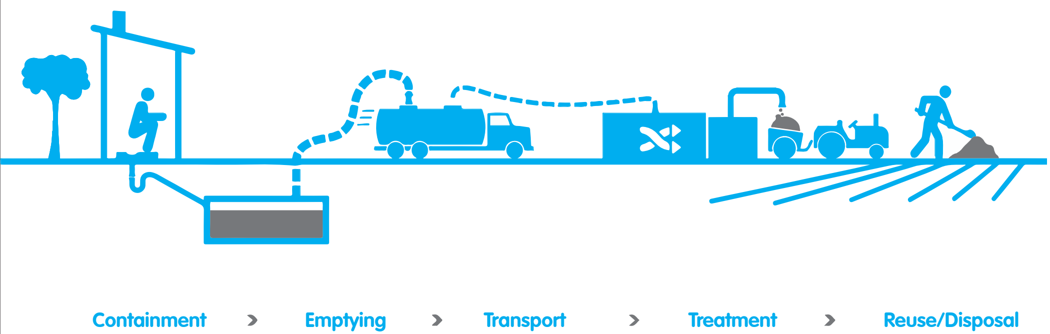

বাংলাদেশে ৬৪.৪% বসতবাড়িতে উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা থাকলেও এর মধ্যে শুধুমাত্র ১.৫% বসতবাড়ি থেকে নিরাপদভাবে পরিশোধনের লক্ষ্যে বর্জ্য সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট স্থানে বা এলাকায় স্থানান্তর করা হয়ে থাকে।[1]

[1] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এবং ইউনিসেফ বাংলাদেশ, প্রগতির পথে, বাংলাদেশ মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে ২০১৯, সার্ভে ফাইন্ডিংস রিপোর্ট, ঢাকা, বিবিএস, ২০১৯।

বা দূরবর্তী কোন স্থানে পরিবহন করার ব্যবস্থাপনা) সুবিধা তৈরি হয়েছে, যেগুলো নিরাপদ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে এবং বাস্তবায়নও করা হয়েছে।

২০১৪ সাল থেকে এবং আমাদের এই ইউএসএইচএইচডি পন্থার মাধ্যমে, বাংলাদেশের নগর স্যানিটেশন কর্মসূচি ও পরিকল্পনার উন্নতি সাধনে এসএনভি নেদারল্যান্ডস ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এসএনভি) বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা দিয়ে আসছে। আমাদের সরকারি স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতায়, আমরা এই উন্নয়নকে শহরজুড়ে প্রসারিত করছি।

- টেকসই ও ইনক্লুসিভ স্যানিটেশন প্রযুক্তিসমূহ, অর্থায়নের কৌশলসমূহ, নিয়ন্ত্রণ এবং সেবা সরবরাহের মডেল নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের স্টেকহোল্ডারদের একটি তথ্য সম্বলিত বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উপযুক্ত পথটি বেছে নিতে সহায়তা করি।
- আমরা একসাথে এমন তত্ত্বাবধায়ন ও সেবা সরবরাহ মডেল, প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থা পরিকল্পনা তৈরি করি, যা সংস্থাসমূহের মধ্যে এবং একের অন্যের প্রতি দায়িত্বসমূহ স্পষ্ট করে, পারস্পারিক সহযোগিতা ত্বরান্বিত করে এবং সেবা সংক্রান্ত দক্ষতা ও কার্যকারিতা অর্জন করে।
- সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যাতে সরকারী কর্মকর্তা, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজ এবং কমিউনিটির সদস্যগণের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বাড়ানো যায় সেক্ষেত্রে আমরা কারিগরী ও সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক সহায়তা প্রদান করে থাকি।

২০২১ সালের অগ্রযাত্রার পথে স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা চর্চায় বাংলাদেশের দুটি সিটি কর্পোরেশন (খুলনা এবং গাজীপুর), চারটি পৌরসভা (যেমন কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, যশোর এবং বেনাপোল) এবং মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় এসএনভি-র ইউএসএইচএইচডি কলাকৌশল/ পন্থাসমূহ সমন্বিত হয়েছে যার মাধ্যমে প্রায় ২৮ লক্ষ জনগণ উপকৃত হয়েছে।

যে শহরগুলোতে আমরা কাজ করি

যেখানে পানি
ব্যবহারের ক্ষেত্রে
সবাই সমান
অধিকার
ADB
SNV
WASH SDG
জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর, ২০২০
“উন্নত স্যানিটেশন নিশ্চিত করি,
করোনা ভাইরাসমুক্ত জীবন গড়ি”
তারিখ ঃ ২৯ অক্টোবর, ২০২০।
আয়োজনেঃ বেনাপোল পৌরসভা।
সহযোগিতায়: তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (UGIIP-III)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED) এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE), SNV

আমরা যেভাবে কাজ করি

যখন **স্যানিটেশন সেবা সরবরাহ চেইন** এর সবকটি অংশ নিরাপদে পরিচালিত হয় এবং যখন **শহরে বসবাসকৃত সকল মানুষ** ও সকল নিকটবর্তী অঞ্চল এই সেবা থেকে উপকৃত হয়, কেবল তখনই এসএনভি এটিকে একটি সফল শহরব্যাপী স্যানিটেশন সেবা হিসেবে গণ্য করে।[২]

আমরা বিশ্বাস করি এটি তখনই সম্ভব, যখন:

- একটি স্বাস্থ্যকর, নির্ভরযোগ্য এবং টেকসই চাহিদা এবং জোগান ব্যবস্থা সবার জন্য নিশ্চিত করা হয় (সর্বজনীন),
- উন্নত স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখা হয় এবং তা দৈনন্দিন জীবনযাপনের অংশ হিসেবে পরিলক্ষিত হয় (স্থায়িত্ব), এবং
- বিভিন্ন প্রশাসনিক কাঠামো ও সরবরাহ ব্যবস্থা, সরকার কর্তৃক পরিচালিত জাতীয় স্যানিটেশন ও জনস্বাস্থ্যবিষয়ক বিভিন্ন কাজকে গতিময় করে এবং পরিপূরক হিসেবে কাজ করে (ব্যবস্থা পন্থা)।

আমাদের ইউএসএইচএইচডি পন্থাটি পাঁচটি বিশেষ উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত, যা সামগ্রিক ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার একটি প্রচেষ্টা। এর মধ্যে তিনটি উপাদান সেবাগ্রহীতা (বিসিসি এবং সচেতনতা) এবং সেবাদাতার (নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী পরিষেবা, নিরাপদ পরিশোধন, ধ্বংস এবং পুনঃব্যবহার) দিক থেকে স্যানিটেশনের ভ্যালু চেইনকে দৃঢ় করে। বাকি দুটি উপাদান, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহকে বিধি-বিধানগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে সাহায্য করে (পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি-ওয়াশ (WASH) এর বিধিমালা নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োগ) এবং নিরবচ্ছিন্ন আর্থিক জোগানের ব্যবস্থা করে (স্মার্ট অর্থায়ন ও বিনিয়োগ)।

আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা এবং প্রক্রিয়া জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি অ্যান্ড সোশ্যাল ইনক্লুসিভনেস (GESI) কৌশলের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত। প্রত্যেকে সমানভাবে উপকৃত হবে পন্থাটি তার ভিত্তি তৈরি করে দেয়।

জিইএসআই চর্চার মাধ্যমে যাতে দুর্বল অবস্থানে থাকা এবং সীমিত অধিকারভোগীরা শক্তিশালী হতে পারে, সে লক্ষ্যে জিইএসআই চর্চার সেই অনুশীলনগুলো এবং বিশ্বাসগুলোকে শক্তিশালী হতে সহায়তা করি।

আমাদের শহরভিত্তিক জিইএসআই মূল্যায়নসমূহ[৩] জেন্ডার সংবেদনশীল প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত পেতে সহায়তা করে। নিরাপদ সেবা প্রাপ্তিতে সুবিধাবঞ্চিত সকল শ্রেণী'র অবস্থা ও অবস্থান যাতে

---

[২] এসএনভি, 'স্বাস্থ্য ও উন্নয়নের জন্য নগরকেন্দ্রিক স্যানিটেশন ও হাইজিন' সক্ষমতা বিবৃতি, দি হেগ, এসএনভি, ২০২০, https://snv.org/cms/sites/default/files/explore/download/ushhd-capability-statement_0.pdf (লিঙ্ক সংগ্রহের তারিখ: ২৮ জানুয়ারি, ২০২১)

উন্নত হয় সে লক্ষ্যে এসএনভি'র সকল ধরণের ওয়াশ প্রোগ্রাম বা প্রকল্পে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক উদ্যোগ অবশ্যই থাকতে হবে।

সর্বোপরি, আমাদের প্রকল্পের উপাদানগুলোর মাধ্যমে অর্জিত বিভিন্ন শিক্ষণীয় ও উপলব্ধ জ্ঞান অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরামর্শ প্রদান, লব্ধ দক্ষতা সঞ্চালন এবং পদ্ধতিগত বা কৌশলগত ভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়। আমরা অগণিত উন্নয়ন সংগঠক ও প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থেকে প্রমাণভিত্তিক সর্বজনীন তথ্য প্রবাহে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে থাকি।

সম্মিলিতভাবে জাতীয় বা স্থানীয় সরকার, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী, স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য সুবিধা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ, গ্রাহক পর্যায়ে যাতে সর্বজনীন ও সমন্বিত স্যানিটেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন যাতে সহজতর হয় তার সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করে থাকি।

এসএনভি-র ইউএসএইচএইচডি কৌশলসমূহের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের প্রয়াস/ প্রচেষ্টাসমূহ (ফলাফল ও কার্যাবলি) সেক্টরে নিযুক্ত অংশীদারদের/ স্টেইকহোল্ডারদের সক্ষমতা ও কর্মক্ষমতায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

পালাক্রমে, এই পরিবর্তনগুলো সেবা গ্রহিতাদের সেবার প্রাপ্যতা ও সেবা গ্রহণে (প্রভাব) এবং সমগ্র জনগোষ্ঠীর উন্নত স্বাস্থ্য ও তাদের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন সুযোগ নিশ্চিত করতে অবদান রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি (দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব)।

---

৩ খুলনা, যশোর, ও বেনাপোলে পরিচালিত জিইএসআই মূল্যায়নে, স্যানিটেশন কর্মীদের ওপর আরোপিত কলঙ্ক ও বৈষম্য, কমিউনিটি বা নগর পরিষদ পর্যায়ে কিছু শ্রেণীর সীমিত অংশগ্রহণ, কর্মদ্বায়িত্বের অসামঞ্জস্য বিতরণ (যেহেতু এর সাথে টয়লেট পরিষ্কার ও উপচে পড়া নিয়ন্ত্রণে রাখা ইত্যাদি জড়িত) এসবের প্রাসঙ্গিক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু এ ছাড়াও, মহিলা, তৃতীয় লিঙ্গ ও সম্ভাব্য সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীদের স্যানিটেশন ব্যবসায় জড়িত হবার এক ধরনের আগ্রহ এবং নগর স্যানিটেশন সেবার ব্যবস্থাপনায় কমিউনিটি ও পৌরসভা পর্যায়ে নারী নেত্রীত্বের কিছু উল্লেখযোগ্য উদাহরণ দেখা যায়।

কম্পোনেন্ট ১: আচরণ পরিবর্তন ও যোগাযোগ

কার্যকর, টেকসই এবং শহরের ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীকে বিবেচনায় নিয়ে আচরণগত পরিবর্তনে যোগাযোগ (বিসিসি) এবং স্যানিটেশন সেবার চাহিদা তৈরির জন্য গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বিসিসি কৌশলপত্র প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং চলমান রাখতে নগর কতৃপক্ষ এবং প্রাইভেট সেক্টরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আমরা কারিগরি সহায়তা প্রদান করি।

গবেষণা ও কৌশল

বিভিন্ন পদ্ধতি এবং ধাপসমূহ অনুসরণ করে আচরণ পরিবর্তনে যোগাযোগ কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়। এই প্রক্রিয়াটি শুরু হয় একটি নির্দিষ্ট এলাকায় যে ক্যাম্পেইনগুলো হয়েছে সেগুলো পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্যানিটেশন ও হাইজিন সংক্রান্ত আচরণগুলো গভীরভাবে বোঝবার জন্য অংশগ্রহণমূলক ফরমেটিভ রিসার্চ করা হয়। মাঠপর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলো একটি প্রতিষ্ঠিত বিসিসি ফ্রেমওয়ার্ক অনুসরণ করে তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করা হয়। লন্ডন স্কুল অব হাইজিন অ্যান্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিন-কতৃক প্রণীত 'বিহেভিয়ারাল সেন্টার্ড ডিজাইন' এমনি একটি বিসিসি ফ্রেমওয়ার্ক। এই ফলাফলগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে বিসিসি কৌশলপত্র তৈরির জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো খোঁজবার চেষ্টা করেনঃ-

খুলনা, যশোর, ও বেনাপোলে পরিচালিত জিইএসআই মূল্যায়নে, স্যানিটেশন কর্মীদের ওপর আরোপিত কলঙ্ক ও বৈষম্য, কমিউনিটি বা নগর পরিষদ পর্যায়ে কিছু শ্রেণীর সীমিত অংশগ্রহণ, কর্মদায়িত্বের অসামঞ্জস্য বিতরণ (যেহেতু এর সাথে

টয়লেট পরিষ্কার ও উপচে পড়া নিয়ন্ত্রণে রাখা ইত্যাদি জড়িত) এসবের প্রাসঙ্গিক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু এছাড়াও, মহিলা, তৃতীয় লিঙ্গ ও সম্ভাব্য সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীদের স্যানিটেশন ব্যবসায় জড়িত হবার এক ধরনের আগ্রহ এবং নগর স্যানিটেশন সেবার ব্যবস্থাপনায় কমিউনিটি ও পৌরসভা পর্যায়ে নারী নেতৃত্রীত্বের কিছু উল্লেখযোগ্য উদাহরণ দেখা যায়।

১. অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আচরণ চিহ্নিত করা অর্থাৎ নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মাঝে যে আচরণের পরিবর্তন আনা প্রয়োজন (যেমন- ব্যক্তিগত হাইজিন বিষয়ক আচরণ, সেপটিক ট্যাংক বা পিট নিয়মিত ও নিরাপদে খালি করা, স্যানিটেশন সেবার জন্য ব্যয়ের ইচ্ছা, পায়খানা রক্ষণাবেক্ষণ বা উন্নতকরণ ইত্যাদি);

২. অগ্রাধিকারভুক্ত এবং উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী (বিশেষ করে, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী) এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, জনসমাগমস্থল, সরকারি অফিসসমূহ ইত্যাদি) এবং এদেরকে বিবেচনায় নিয়ে বিসিসি কৌশলপত্র এবং আউটরিচ পরিকল্পনা করা হয়; এবং

৩. বাস্তবায়ন কৌশলসমূহ (ডোর টু ডোর মবিলাইজেশন ও সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, মনিটরিং, অর্থায়ন ইত্যাদি)।

এই বিসিসি কৌশলপত্রটি প্রণয়ন তখনই সার্থক হয় যখন এটি নগর স্যানিটেশন পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত হয় এবং পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। কার্যকরভাবে সর্বোচ্চ সংখ্যক টার্গেট গ্রুপের কাছে বার্তা পৌঁছানো এবং সচেতনতা তৈরির জন্য কৌশলপত্র অনুসরণ করে বিভিন্ন কর্মকান্ড চিহ্নিত করা হয়। পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের সম্পৃক্ত কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের ফলে বিসিসি কর্মকান্ডগুলো যথাযথ এবং টেকসইভাবে এগিয়ে নিতে সমর্থ হয়।

এসএনভি বাংলাদেশে নগর স্যানিটেশন প্রোগ্রামের আওতায় বিসিসি কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে স্বল্প আয়ের এলাকা ও বস্তি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান-এর উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। প্রতি বছর কার্যকারিতা মূল্যায়ন বা

গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে শহরগুলোর বিসিসি কৌশলসমূহ, এর ব্যবস্থাপনা, প্রচারাভিযান ডিজাইন ও পরিকল্পনা সংশোধন বা পরিমার্জন করা হয়ে থাকে।

স্বল্প আয়ের এলাকা ও বস্তিতে স্যানিটেশন

দরিদ্র সীমার মধ্যে বসবাসকারী পরিবার বা জনগোষ্ঠী ইউএসএইচএইচডি-র টার্গেট গ্রুপ হিসেবে অগ্রাধিকার পায়। বড় শহরগুলোতে এ ধরণের মানুষ স্বল্প আয়ের এলাকায় ও বস্তিগুলোতে বসবাস করে যেগুলো আবদ্ধ ও ঘন বসতিপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যশোরে যদিও মোট জনসংখ্যার অর্ধেক মানুষ দরিদ্র সীমার মধ্যে বসবাস করে, এই পরিবারগুলো শহরের মোট আয়তনের মাত্র ৫% জায়গার মধ্যে থাকে।[৪] খুলনার প্রায় ৭৫% মানুষ দরিদ্র সীমার মধ্যে বসবাস করে।[৫] প্রায়শই, এই পরিবারগুলো নিয়মিতভাবে পানি ও স্যানিটেশন সেবা ও সুবিধাসমূহ পায় না। সেখানে এই সুবিধাগুলো ব্যক্তিগতভাবে স্থাপন করার সুযোগ নেই বললেই চলে। তাই, ব্যক্তিগতভাবে সুবিধাগুলো স্থাপন করার সুযোগ তৈরি হবার অপেক্ষায় না থেকে, আমরা এসএনভি-র পক্ষ থেকে এসকল সীমাবদ্ধতা পর্যালোচনা করি এবং এমন ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত করে তুলি যেন এই পরিবারগুলোর দ্রুত পানি, স্যানিটেশন (স্বাস্থ্য) অধিকার নিশ্চিত হয়।

স্কুলে স্যানিটেশন ও হাইজিন

আমরা যে সকল শহরে আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকি, সেখানে ৬৭৮টি স্কুল (নিম্ন-মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, কলেজ, ধর্মীয় স্কুল, ও অন্যান্য) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যেখানে সেবা প্রদান করা সম্ভব। সবমিলিয়ে এই স্কুলগুলোতে ৫ থেকে ২৫ বছর বয়সের প্রায় ২,৫০,০০০ ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করে। এখন পর্যন্ত,

৪ ইউএনডিপি, রিপোর্ট অন পু উর সেটেলমেন্টস ইন যশোর পৌরসভা, ঢাকা, ইউএনডিপি, ২০১১।

৫ ইউএনডিপি, আরবান পোভার্টি প্রোফাইল, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা, ইউএনডিপি, ২০১১, পৃষ্ঠা ১৩।

আমরা মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে আমাদের স্যানিটেশন ও হাইজিন সংক্রান্ত কাজগুলো (ঋতুকালীন স্বাস্থ্যাভ্যাস ও ব্যবস্থাপনা-এমএইচএম-সহ) পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করে এসেছি।

শহর/ পৌরসভা পর্যায়ে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক দায়বদ্ধতা ও বিদ্যালয়ের স্যানিটেশন এবং হাইজিনের চর্চা মানসম্পন্ন অবস্থান তৈরিতে শহর/নগর কর্তৃপক্ষের প্রয়োগিক ক্ষমতা আছে যা একটি শিক্ষণীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করতে পারে।

স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে ওয়াশ (WASH) সুবিধা

স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি -ওয়াশ (WASH) সুবিধার ঘাটতি থাকলে এবং সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিধির অনুসরণের অভ্যাস দুর্বল হলে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে এবং কেন্দ্র থেকে কমিউনিটিতে রোগের সংক্রমণ ঘটে। স্থানীয়, জাতীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে[৬] প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি -ওয়াশ একটি তুলনামূলক নতুন বিষয় এবং সকল তত্ত্বাবধায়ন পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবার নীতিসমূহে পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি -ওয়াশ সেবা শক্তিশালী করা এবং প্রয়োগ মান, বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা নির্দেশনা ইত্যাদি তৈরি করার ক্ষেত্রে এখনো বেশকিছু কাজের ঘাটতি রয়েছে। স্বাস্থ্যকর্মী, পরিচ্ছন্নকর্মী ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের ম্যানেজারদের মধ্যে পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি -ওয়াশ (WASH) ও মানসম্মত স্বাস্থ্যের পারস্পরিক ক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধি করাও অতীব জরুরি।

[৬] ২০১৯ এর মে মাসে অনুষ্ঠিত ৭২তম বিশ্ব স্বাস্থ্যসভায় বিশ্ব নেতৃবৃন্দ কর্তৃক এইচসিএফ ডাব্লিউএএসএইচ-এর ওপর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভিজিট করুন- https://www.unwater.org/ministers-of-health-approve-resolution-on-wash-in-health-care-facilities/. ইউএন কর্তৃক ডাব্লিউএএসএইচ-এর ওপর প্রথম গ্লোবাল বেইজলাইন রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার অল্প কিছুদিন পরই এই প্রস্তাবনা সাক্ষরিত হয়। ইউএনের প্রকাশনাটি দেখতে ভিজিট করুন- https://www.unwater.org/publications/wash-in-health-carefacilities-global-baseline-report-2019/.

২০১৯ সালে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি -ওয়াশ (WASH) কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রসমূহ নির্ধারিত হয়। এবং তা বাংলাদেশে এসএনভি ইউএসএইচএইচডি প্রোগ্রাম শহরজুড়ে পরিচালিত একটি সেক্টর স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণের ফলাফল ও নীতিমালা পুনঃমূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়।[৭] এর মধ্যে রয়েছে স্যানিটেশন সুবিধা এবং সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, বিশেষত ব্যক্তির যত্নের বিভিন্ন সময়ে; ঋতুকালীন স্বাস্থ্যাভ্যাস ও ব্যবস্থাপনা; মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা; এবং অন-সাইট সিস্টেমগুলো প্রতিনিয়ত খালি করা, এসব সুবিধার প্রাপ্যতা ও অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা।

উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

কৌশলসমূহ	স্থানীয় সরকারের ছয়টি প্রতিষ্ঠানের বর্তমানে নিজস্ব বিসিসি কৌশল রয়েছে, যা তাদের নিজ নিজ শহর স্যানিটেশন পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত। প্রতিটির বিসিসি ফোকাস হলো: খুলনা, ঝিনাইদহ, ও কুষ্টিয়ায় সময়মতো পয়ঃবর্জ্য অপসারণ; যশোরে নতুন পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার চাহিদা তৈরি করা; এবং বেনাপোল ও গাজীপুরে বর্জ্যধার তৈরি বা এর উন্নতি সাধন।
স্বল্প আয়ের পরিবার	২০১৯ সালে ২০০টি শৌচাগারের ব্যবস্থাপনা কমিটির স্যানিটেশন বিষয়ক ভূমিকাকে পুনরায় সক্রিয় করা হয়। এর ফলে ৩৬টি বস্তির যৌথ বা কমিউনিটি শৌচাগার ব্যবহারকারী ১৫,৫০০ জন মানুষ উপকৃত হচ্ছে।
বিদ্যালয়	বিদ্যালয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য খুলনার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের মান নিরীক্ষণ চেকলিস্টে শহরব্যাপী নতুন সূচক যুক্ত হয়েছে। এই সূচকসমূহের মধ্যে রয়েছে শৌচাগারের পরিচ্ছন্নতা, প্রবাহমান পানির ব্যবস্থা ও সাবানসহ হাত ধোয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান, স্যানিটারি প্যাডের সহজলভ্যতা ও মেয়েদের ঋতুকালীন স্বাস্থ্যাভ্যাস চর্চার জন্য একটি উপযুক্ত স্থান, এবং প্রতি বছর সেপটিক ট্যাংক খালি করা।
স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র	এসএনভি-র মতে যেসব ক্ষেত্র স্যানিটেশন ও হাইজিন কর্মকাণ্ডের জন্য অগ্রাধিকার পাবে, সেগুলো অনুমোদিত গভর্নমেন্ট অব বাংলাদেশ'স ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ফর ওয়াশ ইন হেল্থকেয়ার ফ্যাসিলিটিস ২০১৯-২০২৩ (Government of Bangladesh's National Strategy for WASH in Healthcare Facilities 2019-2023) এর সাথে জোটবদ্ধ করা হয়েছে।

[৭] বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন-https://snv.org/cms/sites/default/files/explore/download/wash-in-healthcare-facilities-summary-report-urbansanitation-bangladesh_0.pdf.

কম্পোনেন্ট ২:
নিরাপদ ও সাশ্রয়ী সেবা

আমরা বিভিন্ন পর্যায়ের ভোক্তার জন্য উপযুক্ত টেকসই স্যানিটেশন ব্যবসার মডেল তৈরি, পরীক্ষা এবং চালু করি। আমাদের মডেলগুলো উন্নত স্যানিটেশন সুবিধার সরবরাহ ও নির্মাণে, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক নগর বসতির জন্য পদ্ধতিগত পয়ঃবর্জ্য অপসারণ সেবাসমূহের বৃদ্ধিতে, এবং কমিউনিটি ও গণ-শৌচাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে সমাধান করে থাকে।

ব্যবসার মডেল নির্বাচন ও পরিকল্পনা

এসএনভি-র মতে ব্যবসার মডেলগুলোতে নিরাপদ সেবার সরবরাহ (ভোক্তা ও স্যানিটেশন কর্মীদের জন্য), সাশ্রয়ী সেবা (উপার্জন করার সময়), এবং পেশাদার সেবাসমূহ ও গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করা উচিত। ব্যবসার মডেল নিয়ে গবেষণার সময় (এবং পরবর্তী পরিকল্পনা প্রক্রিয়া), আমরা স্যানিটেশন মান শৃঙ্খলজুড়ে বান্ডলিং বা আনবান্ডলিং সেবার সম্ভাবনাগুলো অন্বেষণ করি।

আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো শহরব্যাপী স্যানিটেশন সেবাগুলো এককভাবে কিংবা বিভিন্ন সত্তার মাধ্যমে সরবরাহ করা হোক না কেন, এর জন্য সবচেয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আমাদের গবেষণার ফলাফলগুলো শহর কর্তৃপক্ষকেও দেওয়া হয় যাতে তারা সহজে সঠিক মডেলটি নির্বাচন করতে পারে।

সম্প্রতি, আমরা পৌরসভা ও শহরগুলোকে তাদের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মান রক্ষার এই উচ্চাকাঙ্ক্ষায় সহায়তা দেওয়া শুরু করেছি।

সেবা সরবরাহে বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা

বেসরকারি খাতের ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটি বদ্ধমূল ধারণা বেড়েই চলেছে যে নন-স্যুয়ারেজ প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করে মুনাফা হয় না বললেই চলে। অপরদিকে, স্থানীয় সরকারও পৌরসভার সেবাগুলো সরবরাহে বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা নিয়ে খুব একটা গুরুত্ব দেন না এটা ভেবে যে তারা হয়তো সেবার মানের গ্যারান্টি দিতে পারবে না। নিরাপদ স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিত করতে যারা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, যারা হাতে বর্জ্য পরিষ্কার করে, এবং যারা ক্ষুদ্র হতে মাঝারি আকারের বেসরকারি ব্যবসায়ী (এবং এখনও কিছুটা মুনাফা করে), তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা এই বদ্ধমূল ধারণাটি অনাবৃত করছি যে, নন-স্যুয়ারেজ স্যানিটেশন ব্যবসা সম্ভব নয়। এ ছাড়াও, আমরা সরকারের কাছে একটি শহরের মধ্যে বহুমাত্রিক সেবা সরবরাহ ব্যবস্থা (বেসরকারি, আধাসরকারি, সরকারি ইত্যাদি) চালু করার সুবিধাসমূহ স্পষ্ট তুলে ধরছি।

কোনো নির্দিষ্ট বেসরকারি খাতের মডেল সবগুলো শহরের জন্য প্রযোজ্য নয়। সুতরাং, নগর সরকারদের জন্য নির্বাচিত স্যানিটেশন ব্যবসার মডেল আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির পন্থাকে, ব্যবসার পরিকল্পনা, বিডিং প্রক্রিয়া, নিরীক্ষণ প্রটোকল ইত্যাদি তৈরি করতে যে ধরনের বাস্তবায়ন নির্দেশিকা তৈরি করা দরকার এবং যে স্টেকহোল্ডারদের সাথে আমরা সরাসরি কাজ করি তাদের আরও শক্তিশালী করে।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা মূলধারায় অন্তর্ভুক্তিকরণ

২০১৬ সালে আমাদের পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম) নেটওয়ার্কের সহ-প্রতিষ্ঠার পর থেকেই স্যানিটেশন কর্মীদের উপযুক্ত কাজের পরিবেশ এবং অধিকারের জন্য আমাদের যে সমর্থন, তা একটি ভিত্তি অর্জন করে আসছে। যন্ত্রের মাধ্যমে এবং হাত দিয়ে কাজ করে এমন উভয় প্রকৃতির (mechanical and manual) স্যানিটেশন কর্মীর জন্য আমরা পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রটোকল সমর্থন করি এবং একসাথে তৈরি করি। বাংলাদেশে, যারা হাতে বর্জ্য অপসারণের কাজ করে সংসার চালায় তাদের উপার্জনের সুযোগ সুবিধা অনেক সীমিত থাকে শুধু তাদের পেশাগত পরিচয় ও সমাজে তাদের অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে। কোনো সম্ভাব্য বিকল্প ও প্রয়োগের উপায় নিশ্চিত না করে হাতে বর্জ্য অপসারণ পুরোপুরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে তাদের দুর্বলতা ও ঝুঁকি বাড়তেই থাকবে।

প্রতি বছর, এই এফএসএম নেটওয়ার্কটি বর্জ্য অপসারণকারীদের নিয়ে একটি বাৎসরিক সম্মেলন করে থাকে যাতে তারা মতবিনিময় করার ও নিজেদের সমস্যা ও প্রয়োজনগুলো তুলে ধরার সুযোগ পায়। এছাড়াও, সরকার ও সেক্টর স্টেকহোল্ডারদের জন্য এটি একটি সুযোগ যাতে তারা বর্জ্য অপসারণকারীদের কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারে এবং তাদের সামাজিক অবদানের প্রাপ্তিস্বীকার করতে পারে। প্রথম সম্মেলনটি সফল হয়েছিল। ঠিক তার পরেই, জাতীয় সরকার সকল স্থানীয় সরকারের কাছে একটি বিজ্ঞপ্তি পাঠালো যে, প্রত্যেক বর্জ্য অপসারণকারীকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সেবা, তাদের বৈধ সনদ এবং যথাযথ প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা নিশ্চিত করা হোক।

গণ-শৌচাগার ব্যবস্থাপনা

আমরা এখন গণ-শৌচাগারগুলোর সার্বিক পরিচালনা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপযোগী টেকসই ব্যবসার মডেল তৈরিতে আরও বেশি মনোনিবেশ করছি। আমরা গণ-শৌচাগারগুলোর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় ভর্তুকির জন্য বিভিন্ন ধরণের ইজারা মডেল, সামগ্রিক ইজারা চুক্তি অথবা বেসরকারিভাবে পরিচালিত গণ-শৌচাগার সেবার পরিধি বৃদ্ধি করবে এমন ব্যবস্থা (যেমন– খাবার, শুকনা মালামাল, স্যানিটেশন পণ্য ইত্যাদি বিক্রির জন্য জায়গা ভাড়া দিয়ে) পরীক্ষা করি।

উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ	
ব্যবসার মডেল নির্বাচন ও পরিকল্পনা	২০২০ সালে, বাংলাদেশের সকল পৌরসভার মধ্যে ঝিনাইদহ সর্বপ্রথম পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার জন্য 'আইএসও ৯০০১ঃ২০১৫ কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' মানের সনদ অর্জন করে।
বেসরকারী খাতের সম্পৃক্ততা	এসএনভি খুলনায় (ইউএনডিপি'র সাথে নারী নেতৃত্বে স্বল্প আয়ের কমিউনিটিতে বর্জ্য অপসারণ সেবা পরিচালনা), ঝিনাইদহে (সম্পূর্ণ স্যানিটেশন শৃঙ্খলের স্থানীয় এনজিও ব্যবস্থাপনা,পয়ঃবর্জ্য অপসারণ থেকে শুরু করে এর কার্যক্ষম পুনঃব্যবহার পর্যন্ত), কুষ্টিয়ায় (বর্জ্য অপসারণ ও পরিবহণ সেবার স্থানীয় এনজিও ব্যবস্থাপনা; এবং একটি বেসরকারিভাবে পরিচালিত সুবিধা যেখানে প্রত্যয়িত সার বিক্রয় করা হয়), গাজীপুরে (2030WRG-এর সাথে Greater Dhaka Watershed Restoration (GDWR) কর্ম প্রবাহের অংশ হিসেবে পয়ঃনিষ্কাষণযুক্ত ও পয়ঃনিষ্কাশণহীন প্রযুক্তির জন্য বেসরকারি বিনিয়োগ একত্রীকরণ) বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা মডেল বাস্তবায়নে সহায়তা করেছে।
পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা মূলধারায় অন্তর্ভুক্তিকরণ	ছয়টি সহযোগী শহরের এখন নিজস্ব ওএইচএস নীতি ও বাস্তবায়ন নির্দেশিকা রয়েছে এবং প্রশিক্ষণ অগ্রগতি[৯] নিরীক্ষণের জন্য বর্জ্য অপসারণকারীদের একটি ডাটাবেইজ[৮] একত্রিত করা হয়েছে। এসএনভি প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে এমন স্থানীয় সরকার কর্মচারী দ্বারা প্রায় ৪০০ বর্জ্য অপসারণকারী কর্মীকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার উপর প্রশিক্ষণ দেয়ওা হয়েছে।
গণ-শৌচাগার ব্যবস্থাপনা	এসএনভি পৌরসভাগুলোর সাথে একত্রে কাজ করে শহরব্যাপী স্যানিটেশন পরিকল্পনা তৈরি করেছে। গণ-শৌচাগার পরিচালকদের চুক্তি ও কর্মক্ষমতা নিরীক্ষণের জন্য প্রত্যেক শহরে একটি করে ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের বিষয়টি এই পরিকল্পনায় চালু করা হয়েছে। এছাড়াও গণ-শৌচাগারগুলোর নকশা তৈরির সময় শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের প্রবেশযোগ্যতা, নারী/পুরুষ কক্ষের অনুপাত, হাইজিন সুবিধাসমূহ ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, যশোর ও বেনাপোল এই নকশাগুলো গ্রহণ করেছে এবং নির্মাণের জন্য তহবিল গঠন করেছে বা উত্তোলন করছে।

[৮] সেই একই ডাটাবেইজ, পয়ঃনিষ্কাশন কর্মীদের সনদ প্রদান, তাদের স্বাস্থ্য বীমার আওতায় আনা, এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সমর্থিত ব্যবসায় তাদের যুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। সম্প্রতি, সরকার এই ডাটাবেইজটি স্যানিটেশন শ্রমিকদের কোভিড-১৯ টিকাদানে অগ্রাধিকার নিরূপণে ব্যবহার করছে।

[৯] ব্যবহারিক কর্মদক্ষতা শুধু পয়ঃপরিষ্কার ও পরিবহণ (ম্যানুয়াল বা যান্ত্রিক) এবং তাদের ডিসপোজাল ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনাতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সুরক্ষা সতর্কতা, দুর্ঘটনা/জরুরি মুহূর্তে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদি ব্যবহারে আগ্রহী হওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত।

কম্পোনেন্ট ৩:
পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি - ওয়াশ (WASH) ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োগ

আমরা জাতীয় ও স্থানীয় সরকারদের তাদের নীতি, কৌশল, ও প্রয়োগের মধ্যে সংহতি অর্জনে সাহায্য করি। আমাদের যে ধরনের প্রযুক্তিগত পরামর্শ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির সেবা দিয়ে থাকি তা শহরব্যাপী ও ইনক্লুসিভ স্যানিটেশন পরিচালনা এবং টেকসই সরবরাহ পদ্ধতির উত্থানের উপযোগী পরিবেশ তৈরিতে সাহায্য করে।

শহরব্যাপী স্যানিটেশন পরিকল্পনা

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো (আইআরএফ) সেবা ও মান নির্ধারণের জন্য পথনির্দেশক নথি হিসেবে কাজ করে। আমরা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও শহর অংশীদারদের (সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সুশীল সমাজ) (ক) আইআরএফকে কর্যক্ষম করা, (খ) তাদের স্যানিটেশন পরিকল্পনাকে যেন অপেক্ষকৃত বড় শহরের মহাপরিকল্পনায় রূপান্তর করা যায় তা নিশ্চিত করা, এবং (গ) এসডিজি ৬.২ ও এসডিজি ৬.বি এর জাতীয় প্রতিশ্রুতির সাথে মিলিত করা যায় এ লক্ষ্যে তাদের স্ব-স্ব শহর স্যানিটেশন কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করতে সহায়তা করি। স্যানিটেশন সেবার সাথে সম্পৃক্ত সকল বিভাগ ও কর্তৃপক্ষ যেন একত্রে কাজ

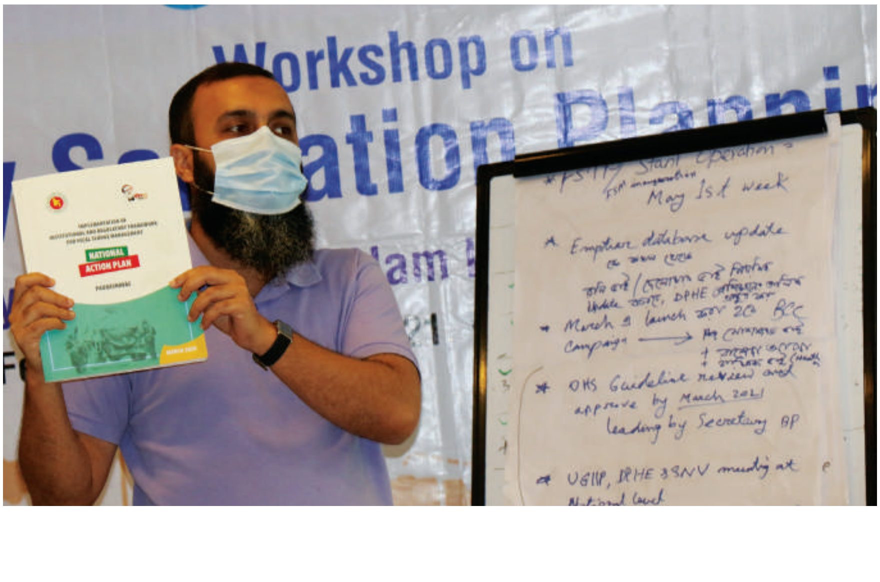

করে, এবং তারা যেন তাদের ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ সম্পর্কে সচেতন থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য এই মেলবন্ধন অত্যন্ত জরুরি। আইআরএফ-এর বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনার সাম্প্রতিক অনুমোদনের পর, জাতীয় নির্দেশনা অনুযায়ী শহরব্যাপী পরিকল্পনাসমূহ সামঞ্জস্য করা হচ্ছে।

শহর স্যানিটেশন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড স্যানিটেশন কর্ম পরিকল্পনা (শহরের মধ্যে স্থানীয় প্রশাসনিক ও প্রতিনিধি এলাকা) অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। যেহেতু ওয়ার্ডগুলো ভোক্তার খুব কাছাকাছি থাকে, তাই ওয়ার্ড পর্যায়ের পরিকল্পনাগুলো অপেক্ষাকৃত বেশি সুনির্দিষ্ট হয় এবং এগুলো কমিউনিটির অংশগ্রহণের মাধ্যমে তৈরি করা হয়ে থাকে। ওয়ার্ড স্যানিটেশন কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করার ক্ষেত্রে আমরা যখন স্থানীয় সরকার কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি, তখন সকল গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য আমরা আমাদের জিইএসআই ব্যবহারিক জ্ঞান কাজে লাগাই। সম্ভাব্য সুবিধাবঞ্চিত গ্রুপের নেতৃত্ব ও অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে সাহায্য করে এরূপ জিইএসআই সরঞ্জাম ব্যবহার করে আমরা সরকারি কর্মচারীদের প্রস্তুত করে থাকি।

মানসম্মত তথ্য ও সেবার জন্য তথ্য সমন্বয় ও ডিজিটালকরণ

তথ্যের প্রাপ্যতা, নির্ভরযোগ্যতা ও ব্যাপকতা স্যানিটেশন সেবা সরবরাহের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। ২০১৬ সালে, ধারকের ধরণ, এক্সেস রাস্তা (ও প্রস্থ), নিষ্কাশন সম্পর্কিত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে খুলনা ও ঝিনাইদহে কর্তৃপক্ষ ও স্যানিটেশন কর্মী সরবরাহের মাধ্যমে এসএনভি প্রায় ৮৭,০০০ ভূ-স্থানীয় তথ্য সংগ্রহ করে। এই তথ্যের ধরণ থেকে আমরা নিশ্চিত হই যে, স্যানিটেশন কর্মীরা বর্জ্য অপসারণের যথাযথ পরিবহণ ও সরঞ্জামাদিসহ সেবা অনুরোধে সাড়া দিয়ে থাকে। বর্তমানে, অনেক স্টেকহোল্ডার ভৌগলিক তথ্য ব্যবস্থা (জিআইএস) পদ্ধতির আদমশুমারির তথ্য সংগ্রহে সম্পৃক্ত। যেমন, ইউএনডিপি ও স্থানীয় সরকার বিভাগ (নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রকল্পের জীবিকা উন্নয়ন এর তত্ত্বাবধায়নে), এবং এলজিইডি ও এডিবি (এর তৃতীয় নগর পরিচালনা ও কাঠামো উন্নয়ন এর অংশ হিসেবে)। ভৌগলিক তথ্য ব্যবস্থা (জিআইএস) পদ্ধতি আদমশুমারির তথ্য সংগ্রহে সম্পৃক্ত।

তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর উন্নত করে এরূপ প্রযুক্তি ও সরঞ্জামাদি

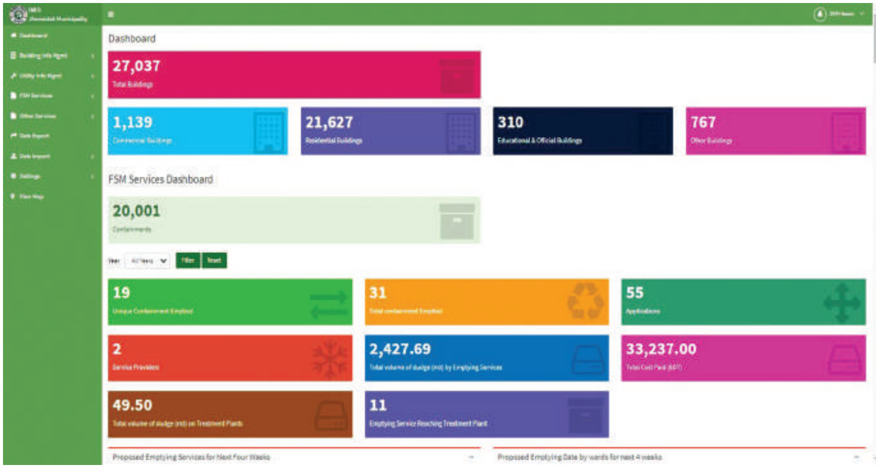

অন্বেষণ করা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রকৃত সময়ের তথ্যের (প্রকৃত বর্জ্য অপসারণ সেবাদান কালে) ওপর ভিত্তি করে মুঠোফোন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য হালনাগাদের চর্চা কিছু এলাকায় চালু হয়েছে। জাতীয় সরকারের স্মার্ট সিটি (SMART CITY) উদ্যোগের ডিজিটালকরণের লক্ষ্যসমূহের প্রতি আমাদের সমর্থন রয়েছে, যার ফলে আমরা সমন্বিত পৌর তথ্য ব্যবস্থা-আইএমআইএস তৈরি ও চালু করেছি। আইএমআইএস-এর মাধ্যমে, তথ্য ডিজিটালকরণ করা হয় এবং প্রবাহিত করা হয়। জিআইএস-ভিত্তিক তথ্যের প্রবেশগম্যতার ফলে কর্তৃপক্ষ কার্যকরভাবে অধিক পৌর সেবা সরবরাহ ও নিরীক্ষণ করতে পারে। আইএমআইএস-এর মাধ্যমে, রাজস্ব আদায়ের কার্যকারিতাও বৃদ্ধি পায়। পালাক্রমে, আশা করা যায় এই কার্যকারিতা অধিক সময় বাঁচাবে এবং স্বল্প আয়ের এলাকার মানুষের প্রয়োজন মেটাতে অধিক আর্থিক সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

নির্দেশনা তৈরি ও বাস্তবায়ন

এসএনভি-র কারিগরি সহায়তায় শহর স্যানিটেশন পরিকল্পনাসমূহকে কর্যকর

করতে বেশ কয়েকেটি নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কার্যকারিতা ও বাস্তবায়ন সংহতির জন্য আমরা ঊর্ধ্বগামী (bottom-up) ও নিম্নগামী (top-down) পন্থা অবলম্বন করি। দেশব্যাপী সেবা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য জাতীয় সরকারের অনুমোদন পাবার লক্ষ্যে ওয়ার্ড বা জেলা পর্যায়ের নির্দেশনাগুলো অংশীদারদের কাছে পাঠানো হয়। এ পর্যন্ত একটি পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা মূলনীতি, উপ-আইন, এফএসএম (FSM by-laws) ইত্যাদির জাতীয় অনুমোদনের মাধ্যমে কিছু সফলতা পাওয়া গেছে। প্রতিক্রিয়া লুপ এবং উন্নতি সহজতর করতে জাতীয় পর্যায়ে নির্ধারিত বিধিবিধান, মান, কিংবা নির্দেশনাসমূহ স্থানীয় পর্যায়ে পরীক্ষা করা হয়। যেমন, স্যানিটেশন কর, আইআরএফ/এনএপি, সেপটিক ট্যাংক নির্মাণের জন্য জাতীয় দালান তৈরির নীতিমালা এবং বর্জ্য অপসারণ ও পরিবহণ সেবা।

উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

স্যানিটেশন পরিকল্পনা	ছয়টি শহরের প্রত্যেকের এখন একটি করে স্যানিটেশন কর্ম পরিকল্পনা রয়েছে। এ ছাড়াও, নির্বাচিত কিছু ওয়ার্ডে নির্দিষ্ট স্যানিটেশন কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করতে খুলনা ও যশোরে একটি ওয়ার্ড স্যানিটেশন কৌশল চালু করা হয়েছে।
তথ্য সমন্বয় ও ডিজিটালকরণ	খুলনা, ঝিনাইদহ, যশোর, ও গাজীপুর শহর আইএমআইএস গ্রহণ করেছে এবং তাদের স্ব-স্ব ব্যবস্থায় স্থানীয় ভৌগলিক তথ্য সমন্বয় সম্পন্ন করেছে। কুষ্টিয়া ও বেনাপোলে আইএমআইএস গ্রহণের কাজ চলমান।
নির্দেশনা তৈরি/ বাস্তবায়ন	জাতীয় নির্দেশিকা নথি, পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও পরিচালনা কাঠামো (আইআরএফ) এবং পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন বাস্তবায়নের জন্য পরিপূরক জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা তৈরিতে এসএনভি একটি মূল অংশীদার হিসেবে ছিল। কুষ্টিয়ায় অনুমোদিত উপ-আইন স্যানিটেশন, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, যশোর ও বেনাপোলের জন্য ওএইচএস মূলনীতি, এবং ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়ার জন্য স্যানিটেশন কর তৈরিতে এসএনভি বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। ফলে অবকাঠামো উন্নয়ন এবং তালিকাভুক্ত ডিস্লাজিং (desludging) সেবার সম্ভাব্য সূচনার জন্য রাজস্ব আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

কম্পোনেন্ট ৪:
স্মার্ট অর্থায়ন ও বিনিয়োগ

স্যানিটেশন সেবার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের টেকসই ব্যয় পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে বাস্তব রূপ দেওয়া এবং সামগ্রিক অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ (রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ ও অর্থের প্রবাহ) যথাযথভাবে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে আমরা স্থানীয় সরকার, অন্যান্য সুবিধা, এবং সেবাদাতাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে থাকি। যে সকল ক্ষেত্রে বাজেটের ঘাটতি বা শূন্যতা রয়েছে, সে সকল ক্ষেত্রে ন্যায়সংগত উন্নয়নকে মাথায় রেখে, আমরা অর্থায়নের সুযোগগুলোকে চিহ্নিত করি এবং বিনিয়োগ ও প্রদেয় অর্থের ব্যবস্থা বিষয়ক প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে থাকি।

আর্থিক ঘাটতি পূরণ করতে কর্মক্ষমতা নিরীক্ষণের উন্নয়ন

(১) বাজেট বরাদ্দ নীতি এবং জাতীয়পর্যায়ে ব্যয়নীতি সংস্কারকরণ, (২) গ্রিন ফিন্যান্সিং বা অনুরূপ সাধারণ নির্দেশনাবলির প্রবর্তন যা মানুষের পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যের অধিকারকে সমর্থন করে, (৩) স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক উপায়ে উপলভ্য অর্থের যথাযথ ব্যবহারের সৃজনশীল পদ্ধতি অন্বেষণ এর উদ্দেশ্যে অনতিবিলম্বে নীতি-পর্যায়ে কিছু জরুরি পরামর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজন। একজনকেও সেবার বাইরে না রাখার প্রতিশ্রুতিই, আমাদের পয়ঃনিষ্কাষনহীন স্যানিটেশন পদ্ধতির অর্থায়ন প্রক্রিয়ার উন্নতির জন্য উৎসাহিত করে।

স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো, যারা স্যানিটেশন সংক্রান্ত আয়-ব্যয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকে, তাদের মধ্যে সীমিত জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। কিছু জায়গায় পৌরসভার সহায়তা নিয়ে ব্যয়কেন্দ্রের কাঠামোতে পেশাদারিত্ব আনয়ন, নগদ লেনদেন বন্ধের কার্যকরি পন্থা অবলম্বন, স্যানিটেশন সেবাগ্রহিতাদের (কাস্টমার) ডাটাবেইজ নিয়মিত হালনাগাদ ও এর যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিদ্যমান সিস্টেমের উন্নতি সাধন করা যাতে পারে। এ সকল সিস্টেমের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য এসএনভি, স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে পরিকল্পনা, বাজেট নির্ধারণ, ক্রয়, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, নিরীক্ষণ ও সিস্টেমের মূল্যায়নের লক্ষ্যে কর্মক্ষমতা পরিমাপের সরঞ্জামাদি ও মূল কার্যক্ষমতা সূচকসমূহ-কেপিআই এর উন্নয়নের জন্য কাজ করে।

২০১৪ সালে, জাতীয় এবং স্থানীয় সংস্থার কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের লক্ষ্যে, জাতীয় সরকার বার্ষিক কার্যসম্পাদন সক্ষমতা চুক্তির (অ্যানুয়্যাল পারফরমেন্স এগ্রিমেন্টস-এপিএ) প্রবর্তন করে। এপিএ এর অংশ হিসেবে, স্যানিটেশন সূচককে

শক্তিশালী করার লক্ষ্যে, এসএনভি সরকারের সাথে এক হয়ে কাজ করে। কর্মক্ষমতা নিরীক্ষণের আরও অধিকতর সহজ ও কার্যকরি পন্থা প্রণয়নের সহায়তাকল্পে, আমরা ইন্টিগ্রেটেড মিউনিসিপল ইনফরমেশন সিস্টেম (আইএমআইএস) এর ব্যাপ্তিকে আরও প্রসারিত করছি।

স্যানিটেশন বিনিয়োগ পরিচালনা

অনেক দেশের মতোই বাংলাদেশও শুধু অবকাঠামোগত স্যানিটেশন প্রকল্পের (পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার, ভ্যাকুটাগ এবং পাবলিক, এলাকাভিত্তিক ও বস্তির ব্যক্তি মালিকানাধীন টয়লেট) ওপর গুরুত্ব দিতে দেখা যায়। প্রায়শই দেখা যায় যে, প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান বিতরণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এ সকল প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত থাকে না। দাতা বা সাংগঠনিক অগ্রাধিকার দ্বারা পরিচালিত প্রকল্পগুলো সবসময় স্থানীয় সরকারের অগ্রাধিকারের সাথে মিলে না। ফলস্বরূপ, বিনিয়োগকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার সম্ভব হয় না এবং স্থানীয় সরকারের সমদর্শিতার ভিত্তিতে বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতিতে অটল থাকার সুযোগকে খর্ব করে। এসব প্রকল্প টেকসই নয় এবং শহরের দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে বাধাগ্রস্ত করে। এর চেয়েও খারাপ হচ্ছে, এরা উন্নয়নকে ব্যাহত করতে পারে। এসএনভি স্থানীয় সরকারের সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে এবং প্রয়োজন নির্ধারণ, দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল অনুসন্ধানের উপায় জানে। এই সহযোগিতার ফলস্বরূপ জাতীয় সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াটি পৌরসভার জন্য তহবিল সংগ্রহের একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ	
কর্মক্ষমতা নিরীক্ষণ	২০১৭ সালে, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহের অনুপাতকে একটি মূল প্রতিবেদক সূচক হিসেবে চালু করেছে।
	খুলনা সফলভাবে দশ লক্ষ ইউরো তহবিল সংগ্রহ করেছে যা ১১টি ভ্যাকুটাগ সরবরাহ করে এবং এর ফলে পয়ঃবর্জ্য থেকে ব্রিকেট উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।
স্যানিটেশন বিনিয়োগ পরিচালনা	এসএনভি-র করা স্যানিটেশন চাহিদা জরিপ ব্যবহার করে খুলনা সিটি কর্পোরেশন, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, যশোর এবং বেনাপোল পৌরসভা, জাতীয় তহবিল থেকে ৮ মিলিয়ন ইউরো, পাবলিক টয়লেট নির্মানের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব দিয়েছে। ডিসেন্ট্রালাইজড ওয়েস্টওয়াটার ট্রিটমেন্ট সিস্টেম (ডিওয়াটস) মাথায় রেখে, এসএনভি প্রদত্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে খুলনা সিটি কর্পোরেশন শহরে তিনটি ওয়ার্ডে ১৪০টি সিস্টেম নির্মাণের জন্য ৫ মিলিয়ন ইউরোর তহবিলের জন্য মধ্যস্থতা করেছে।

কম্পোনেন্ট ৫:
পরিশোধন, অপসারণ ও/অথবা পুনঃব্যবহার

সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারী, পরিকল্পনাকারী, বিনিয়োগকারীদের মধ্যে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন, অপসারণ ও পুনঃব্যবহারের যথাযথ নির্বাচনের জন্য পন্থাটি বোঝা এবং এ বিষয়ে আমরা সচেতনতা বৃদ্ধি করে থাকি। আমাদের মধ্য থেকে প্রকৌশলীদের একটি দল পরিশোধনাগার নির্মাণ, সংস্কার, এবং পুনর্বাসনবিষয়ক প্রযুক্তিগত পরামর্শ দিয়ে থাকে যা পরিবেশগতভাবে সুরক্ষিত, সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য এবং আর্থিকভাবে টেকসই একটি ব্যবস্থা নিশ্চিত করে।

তথ্য সম্বলিত (প্রযুক্তি) পছন্দ নির্বাচন

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো (এলজিআই), তাদের এখতিয়ারে থাকা অঞ্চলে কাজ করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত প্রযুক্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পক্ষে সবচেয়ে ভালো। প্রমাণ-ভিত্তিক ও তথ্য সম্বলিত পছন্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে এলজিআইকে সমর্থন করার জন্য, আমরা অংশীদার কর্তৃক বিভিন্ন প্রযুক্তি নির্মাণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার নথি সংরক্ষণ করি। অংশীদারদের নথি সংরক্ষণ ও তাদের সাথে জড়িত থাকার মাধ্যমে আমরা অপারেটর এবং ম্যানেজাররা বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারে যে সাফল্য এবং চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় তা খোলামেলা এবং স্বচ্ছভাবে উপস্থাপন করি।

অফ-সাইট পরিশোধন উন্নয়ন: এফএসটিপি

এসএনভি বিভিন্ন শহরকে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণ, সংস্কার অথবা পুনর্বাসনে সহায়তা করে। খুলনায় একটি নতুন এফএসটিপি নির্মাণ, প্রশিক্ষণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে আমাদের সহায়তা আজ পর্যন্ত আমাদের সবচেয়ে বড় প্রযুক্তিগত সাফল্যের একটি। ১৮০ ঘনমিটার ক্ষমতাসম্পন্ন খুলনা এফএসটিপি সবচেয়ে বড় নির্মিত জলাভূমিগুলোর মধ্যে একটি যা এখন কার্যকর রয়েছে। এটি বর্তমানে পরিশোধন প্রক্রিয়ার পরীক্ষামূলক ব্যবহার এবং নিরীক্ষণ সরঞ্জামাদি ও অপারেশনাল ম্যান্যুয়েলের ব্যাবহারিক প্রয়োগের গবেষণাগার বা ল্যাব হিসেবে ব্যবহৃত হয়। খুলনায় আমাদের সাফল্যের ফলে প্রতিবেশী পৌরসভা ও শহরগুলোর নিজস্ব এফএসটিপি তৈরি বা পুনর্বাসনের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। খুলনায় আমাদের অভিজ্ঞতা অবশ্য চ্যালেঞ্জবিহীন ছিল না। আরও অনেকের মতোই, খুলনা এফএসটিপির ক্ষমতা, সেবার চাহিদার চেয়ে এখনও কম। খুলনার যে সকল জায়গা এখনও

সেবার বাইরে আছে (বিসিসি কৌশলের মাধ্যমে), সেখানে জনসচেতনতা বাড়ানোর জন্য প্রচেষ্টা আরও বাড়ানো দরকার।

অন-সাইট পরিশোধন উন্নয়নঃ সাধারণ পয়ঃনিষ্কাশন নেটওয়ার্ক

যে সকল ওয়ার্ডে নিম্ন আয়ের মানুষ বেশি বাস করে, সেখানে সাধারণ পয়ঃনিষ্কাশন নেটওয়ার্ক কম খরচে স্যানিটেশন পরিশোধন-এর সম্ভাবনা তৈরি করে। একটি সাধারণ পয়ঃনিষ্কাশন নেটওয়ার্ক ৪০ থেকে ১৩০টি পরিবারকে কম্যুউনাল পরিশোধন ব্যবস্থার (সেটেলার্স এবং এনারোবিক বাফল রিঅ্যাক্টরের সংমিশ্রণ) সাথে সংযুক্ত করতে পারে। প্রতি পরিবারের জন্য বিনিয়োগ ১৬৫ ইউরো এবং রক্ষণাবেক্ষণ বলতে শুধু নিয়মিত সেটলার খালি করা ও ফিল্টার পরিষ্কার করা।

২০১৮ সালে, এসএনভি খুলনার ১০ নং ওয়ার্ডের তিনটি কমিউনিটি ব্লকে, ওয়ার্ডভিত্তিক সাধারণ পয়ঃনিষ্কাশন নেটওয়ার্ক নির্মাণের কাজটি পরীক্ষামূলকভাবে চালু করে। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে এই সিস্টেমটি পরিচালনা করতে এবং মাসিক ফি সংগ্রহের জন্য ব্যবহারকারীদের নিয়ে একটি

পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়। এই পাইলট প্রকল্পটির সাফল্যের পাশাপাশি, যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে তা হলো, তিনটি ব্লকের টয়লেটগুলোতেই অযাচিত গৃহস্থালি বর্জ্যের উপস্থিতি পাওয়া যায় যা নেটওয়ার্কে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এই চ্যালেঞ্জগুলো যথাযথ স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যকর জীবনাচরণ এর জন্য আচরণগত পরিবর্তনের গুরুত্বকে সবসময় তুলে ধরে।

পাশাপাশি, এই বিস্তৃত পরিচালনা ব্যবস্থা এই প্রযুক্তিটিকে স্কেল পর্যন্ত নিয়ে যেতে আগ্রহী। বিকল্পভাবে, আসন্ন কেন্দ্রীয় সুয়ারেজ নেটওয়ার্কের সাথে এই নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করা, একটি টেকসই সেবার সরবরাহ নিশ্চিত করার আরেকটি উপায়।

উৎপাদনমুখী পুনঃব্যবহার: কো-কম্পোস্টিং

কো-কম্পোস্টিং এমন একটি পরিশোধন প্রক্রিয়া যা পয়ঃবর্জ্যকে সারে রূপান্তরিত করে। তবে পয়ঃবর্জ্য থেকে তৈরি সারের চাহিদা দিন দিন কমে যাচ্ছে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় বিধান এবং বিশ্বাস এর বিপণনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০১৭ সালে, একটি এসএনভি বাজার গ্রহণযোগ্যতা সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ৭৬.৪% কৃষক জৈব সার ব্যবহারে ইতিবাচক হলেও, কেবল ২.৬% পয়ঃবর্জ্য থেকে কো-কম্পোস্ট ব্যবহার করেন।

২০১৮ সালে, আমরা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য ও সামুদ্রিক সম্পদ প্রযুক্তি বিভাগের সহযোগিতায় এসএনভি পরিচালিত একটি গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করি।[১০] উভয় গবেষণা সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, কো-কম্পোস্ট যথাক্রমে কৃষিক্ষেত্র এবং জলজ চাষে ব্যবহারের জন্য নিরাপদ ছিল। বাস্তবে, এসএনভি

[১০] বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট এবং এসনভি-এর পয়ঃবর্জের কো-কম্পোস্টিং এবং ফসল উৎপাদনের রিপোর্ট দেখুন এখানে https://snv.org/cms/sites/default/files/explore/download/2019-snv-bari-final-report.pdf এবং মাছের বৃদ্ধি ও এ সম্পর্কিত স্বাস্থ্য ঝুঁকিরওপর শোধিতপয়ঃবর্জ্যেরপ্রভাব এর ওপরপ্রতিবেদন দেখুন - https://snv.org/cms/sites/default/files/explore/download/snv_impact_of_treated_faecal_sludge_on_fish_growth.pdf.

কুষ্টিয়া পৌরসভার একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান, ২০১৬ সাল থেকে একটি সক্রিয় এবং লাভ-উপার্জনকারী পয়ঃবর্জ্য কো-কম্পোস্টিং প্ল্যান্ট পরিচালনা করে আসছে। এসএনভি'র সমীক্ষা এবং কুষ্টিয়া কর্তৃক অনুমোদিত অপ্রকাশিত জৈব সারের লাভজনক বিক্রয় সত্ত্বেও, সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কো-কম্পোস্টকে ব্যবহারের জন্য নিরাপদ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক রয়েছেন। এটি স্পষ্ট যে কো-কম্পোস্টিংয়ের সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে জনপ্রিয় মতামতের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা দরকার।

উৎপাদনমুখী পুনঃব্যবহারঃ ব্রিকেটস

কাঠকয়লা এবং জ্বালানি ব্রিকেট শুকনো পয়ঃবর্জ্যের উপজাতক যা স্যানিটেশন লুপ বন্ধ করার সুযোগ সরবরাহ করে। যদিও বাংলাদেশে এখনও বিষয়টি অনুসন্ধানের পর্যায়ে রয়েছে, এসএনভি খুলনার সাথে একটি কর্মসহায়ক গবেষণা প্রকল্পে সহযোগিতা করছে যা কাঠকয়লা এবং জ্বালানি ব্রিকেট উৎপাদন করতে চায়। এসএনভি'র সহায়তায় কেনিয়ার নাকুরুতে সাফল্যের সাথে ব্রিকেট প্রযুক্তির বাস্তবায়ন এবং সম্প্রসারণ থেকে অর্জিত জ্ঞান বাংলাদেশের সাথে শেয়ার করা হচ্ছে। বর্তমানে এসএনভি, প্রাকটিক্যাল অ্যাকশন (এনডেভ/জিআইজেড) এর

সাথে এক হয়ে বাসাবাড়ি, ছোটো দোকানসহ জ্বালানি খরচ হয় এমন বড়ো শিল্প-কারখানার জন্য পরিষ্কার রান্নার সমাধানের পথ অন্বেষণ করছে।

এই উদ্যোগগুলোর মাধ্যমে, এসএনভি'র লক্ষ্য স্থানীয় উদ্যোক্তাদের জন্য লাভজনক ব্যবসায়ের সুযোগগুলো প্রসারিত করা, যা স্যানিটেশন ও জ্বালানি খাতের মধ্যে ব্যাবহারিক শিক্ষা ও গবেষণার সমন্বয় করে।

উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

অবহিত (প্রযুক্তি) পছন্দ নির্বাচন	খুলনা ও কুষ্টিয়ায় মানববর্জ্য পরিশোধন প্রযুক্তির ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা পদ্ধতি নয়টি কেস-স্টাডির সমন্বয়ে তৈরি একটি পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে যা উপরে উল্লিখিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এবং পরিকল্পনাকারীদের প্রয়োজনীয় অনুশীলন-ভিত্তিক ডেটা সরবরাহ করে।
অফ-সাইট পরিশোধন	খুলনা শহরের বৃহত্তম জলাভূমিগুলোর মধ্যে একটির নির্মাণ এবং পরিচালনার পেছনে কারিগরি এবং ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ হিসেবে এসএনভি বিভিন্ন প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞানের একটি নির্ভরযোগ্য উৎস হয়ে উঠেছে: ঝিনাইদহের লিচেট পরিশোধন ও শুকনো বীজতলা, এবং কুষ্টিয়ায় কোকো-পিট পরিশোধন ব্যবস্থা; যশোর এবং বেনাপোলে সরকারের আওতাধীন এফএসটিপি প্রকল্পসমূহ নির্মাণ ও কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এসএনভি থেকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান নিচ্ছে।
অন-সাইট পরিশোধন	এসএনভি পরিচালিত খুলনার ১০ নং ওয়ার্ডে সাধারণ স্যানিটেশন নেটওয়ার্কগুলোর পরীক্ষার ফলাফলকে বেনাপোল, যশোর ও গাজীপুরের উন্নয়নের অংশীদার এবং নগর কর্মকর্তারা একই রকমের প্রযুক্তি শনাক্ত ও নকশা করতে কাজে লাগাচ্ছেন।
কো-কম্পোস্টিং	এসএনভি'র সহযোগিতায় ইরাজ নামক প্রতিষ্ঠানকে মানব বর্জ্য থেকে কম্পোস্ট উৎপাদন ও বিক্রয় এর জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে সনদ প্রদান করা হয়েছে।
ব্রিকেটস	খুলনায় ব্রিকেট অ্যাকশন গবেষণার সাফল্য এবং নাকুর অভিজ্ঞতার প্রতি আগ্রহ, খুলনাকে কার্বনযুক্ত ব্রিকেট উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল বিকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

Ensuring a diverse and fair water and sanitation sector
Panel Moderated by Diane D'Arras
Madhu Krishna
Beatrice Chiwala Chibwe
Merelin Kaka Adhikaria
Mumtaz Begum
Rose Kaggwa
IWA

SNV

SNV
Training on
BCC Campaign Design, Message and Material Development
Organized by : BCC Committee, Gazipur City Corporation

নগরকেন্দ্রিক স্যানিটেশনের স্টেকহোল্ডারদের তালিকা

স্যানিটেশন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অবদানের জন্য আমরা আমাদের সকল স্টেকহোল্ডারদের ধন্যবাদ জানাই।

- স্থানীয় সরকার বিভাগ
- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
- পিপিপি কর্তৃপক্ষ
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট
- এফএসএম নেটওয়ার্ক, এ দেশে স্যানিটেশন সম্পর্কিত কাজ করে এমন বিভিন্ন এনজিও-দের সমন্বিত প্ল্যাটফরম
- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
- খুলনা সিটি কর্পোরেশন
- যশোর পৌরসভা
- ঝিনাইদহ পৌরসভা
- বেনাপোল পৌরসভা
- কুষ্টিয়া পৌরসভা
- বাংলাদেশ পৌরসভা সমিতি
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
- খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
- খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
- খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
- খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
- মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, খুলনা বিভাগ

4th FSM
CONVENTION
BANGLADESH . 2020
FSM
NETWORK

SNV
IIFC
Training on
Developing Public Private Partnership (PPP)
Contracts for FSM Services

যোগাযোগের ঠিকানা
Marc Pérez Casas
ওয়াশ সেক্টর লিডার, বাংলাদেশ
mcasas@snv.org

এসএনভি নেদারল্যান্ডস ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন
বাংলাদেশ অফিস:
বাসা-১১, রোড-৭২, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: +৮৮০ ২ ২২২২ ৮৮৭০৮-৯; +৮৮০ ২ ২২২২ ৮৮৯৮৪

ই-মেইল: bangladesh@snv.org
ওয়েবসাইট: www.snv.org/country/bangladesh

সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি ২০২১

www.snv.org
twitter.com/SNV_WASH
facebook.com/SNVBangladesh
linkedin.com/company/snv

SMART DEVELOPMENT WORKS